13

তারিখ ... 15 MAY 1996
পৃষ্ঠা — ৩ কলাম — ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

আজ হইতে চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

নিট ও ইনষ্টিটিউটের লিখিত ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইতেছে। ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ ইউনিট ছাড়াও ফরেষ্ট্রি ও মেরিন সায়েন্স ইনষ্টিটিউট রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ইউনিট ও ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষা সকাল ১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ছাড়া কেহই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। ভর্তি পরীক্ষার তারিখসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হইবে না। সে অনুযায়ী ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস বন্ধ থাকিবে। ২৩ মে শুধুমাত্র বিজ্ঞান অনুষদের ক্লাস বন্ধ থাকিবে।

আজ বুধবার 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। মোট পরীক্ষার্থী ৩ হাজার ৪৫০ জন। ১৬ মে 'ঘ' ইউনিট মোট পরীক্ষার্থী ৫ হাজার ১৬৬ জন। ১৯ মে 'গ' ইউনিটের বিজ্ঞান গ্রুপ হইতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা। বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা হইতেছে ৩ হাজার ৩৭৫ জন। ২০ মে অনুষ্ঠিত হইবে 'ক' ইউনিটের পরীক্ষা। মোট পরীক্ষার্থী ৬ হাজার ৮৩১ জন। ২১ মে অনুষ্ঠিত হইবে 'ঙ' ইউনিটের পরীক্ষা। মোট পরীক্ষার্থী ৩ হাজার ১৪৪ জন। ২২ মে অনুষ্ঠিত হইবে ফরেষ্ট্রি। মোট পরীক্ষার্থী ২ হাজার ৪০১ জন। ২৩ মে অনুষ্ঠিত হইবে 'মেরিন সায়েন্স'-এর ভর্তি পরীক্ষা। মোট পরীক্ষার্থী ১ হাজার ২৯৩ জন। ২৬ মে হইবে 'গ' ইউনিটের বাণিজ্য ও কলা অনুষদ হইতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা।

আজ হইতে চট্টগ্রাম ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। আজ (বুধবার) হইতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষের ১ম বর্ষ অনার্স কোর্সের বিভিন্ন ইউ-

(১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ডের

(৩য় পৃঃ পর)

তাহাকেও থাকিতে হইয়াছে প্রায়শঃই ঢাকায়। ফলে সংশ্লিষ্ট বছরের ডিসেম্বর বড়জোর পরবর্তী জানুয়ারীর মধ্যে পরীক্ষকদের হাতে পারিশ্রমিকের চেক স্বাভাবিকভাবে পৌছিলেও ৯৫ এর খাতা দেখার পারিশ্রামিক ঝালকাঠি বরিশালসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এমনকি যশোর-খুলনারও অধিকাংশ শিক্ষক এখনও পান নাই। ইতিমধ্যে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র বিলি বন্টন এবং বাংলা-ইংরেজী খাতা দেখার সময়সীমা অতিক্রমও হইয়া গিয়াছে।

কন্ট্রোলার সাহেব অবশ্য অনেক প্রধান পরীক্ষকের কাছে চেক প্রেরণের বিলম্বের কারণে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এমন অভিযোগও করিয়াছেন, কোন কোন প্রধান শিক্ষক তাহার আওতায় পরীক্ষকদের পারিশ্রামিক বিল বোর্ডে অনেক দেরী করিয়া পাঠান।

যশোর বোর্ডের অধিকাংশ পরীক্ষক গত বছরের পারিশ্রমিক পান নাই

যশোর বোর্ডের আওতায় অধিকাংশ পরীক্ষকই এখন পর্যন্ত '৯৫ সালের খাতা দেখার বিলের চেক পান নাই। জানা যায়, দীর্ঘদিন হইতে যশোর বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের অসহযোগিতা চলিতেছে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সংগে। বহুদিন যাবৎ চেয়ারম্যান, সচিব এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের এয়ী দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছে এক ব্যক্তিকে :

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)